রঙ্গভরা বঙ্গবর্ষ

আজকাল পয়লা বৈশাখে পত্রিকা খুললেই নববর্ষের উৎপত্তি নিয়ে ব্যুৎপত্তির বিপত্তি, অসংখ্য জটিল সুত্র তত্ত্ব আর তথ্যের ভীড়ে পালাই পালাই করতে হয়। ফসল, ফসলের খাজনা, গ্রহ-তারার নামে মাসের নাম, সৌরাব্দ ও চন্দ্রাব্দ, বঙ্গাব্দ বা শশাংকাব্দ, শশাংক ও আকবর, কবে মুহররম ও বৈশাখের ক্রৌঞ্চমিথুন হয়েছে, বাংলা-সন আর বাংলা-সাল এসব নিয়ে প্রচন্ড সব জটিল অংকের বিপুল প্রবাহ, শেকড়ের সন্ধানে বড়ই প্রাজ্ঞ ও অস্থির সময়। ''বাংলা নববর্ষ'' নামটা কে প্রথমে দিল, কে কবে কোথায় এ নিয়ে বিপুল গবেষণা করে কি উদ্ধার করেছে তার লম্বা খতিয়ান। ওসব রঙ্গহীন পান্ডিত্যের মধ্যে আমরা নেই। আমরা শুধু নববর্ষের দিনে নাচ-গানে ভরপুর বিচিত্রানুষ্ঠান দেখে ''তরঙ্গ-ভঙ্গে উঠি, অনঙ্গ অঙ্গে লুটি', সহস্র রঙ্গে টুটি'' আনন্দ করব দেশে-বিদেশে।

জীবনে অনেক আনন্দই হারিয়ে গেছে ছোটবেলার সেই হালখাতার মতন। সেই যে, দেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উৎসব ছিল দোকান গুলোতে, মুফৎ মিষ্টি মিলত সব দোকানেই। দিনটা ছিল পয়লা বৈশাখ, পুরোন বছরের হিসেবের খাতা শেষ করে নুতন খাতা শুরুর উৎসব। কবে যেন কি কারণে জাতি খুব বুদ্ধিমান হয়ে সেই অসাম্প্রদায়িক উৎসবের অপচয়টা বাতিল করে দিয়েছে।

ষাট দশকের শুরুতে আমাদের ছায়ানট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্ম দিয়েছেন পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে প্রভাতী অনুষ্ঠান দিয়ে। তাঁরা তখন হয়ত কল্পনাও করেন নি শীগগিরই সে অনুষ্ঠান শহীদ মিনারের মত পাকিস্তানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হবে। এ দু'টোর একটা হল জায়গা আর অন্যটা হল তারিখ। দু'টোই জাতির আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক যেমন ৯৬৩ সালে আকবরের সভাসদ আবুল ফজল ও আমির সিরাজীও দিনটাকে খাজনা-আদায়ের নববর্ষের দিন ঠিক করার সময় কল্পনা-ও করেন নি, এইদিন একদিন হয়ে উঠবে একটা জাতির আত্মজিজ্ঞাসার দিন। দু'দলের কেউই ভাবতে পারেন নি, সুগভীর এক কারণে এইদিন ঢাকার সীমা পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পালিত হবে পৃথিবীর প্রত্যকটি শহরে যেখানে কিছু বাংলাদেশী আছে। কারণ, এটা শুধুমাত্র একটা দিন নয়, শুধুমাত্র একটা নুতন বছরের শুরু নয়। এদিন একটা জাতির সাংস্কৃতিক সেনাপতিও বটে যে জাতির সংস্কৃতির ওপরে আঘাত করে পরাজিত হয়েছিল বাইরের দানব। সে দানব অন্য ছদ্মবেশে আবার হেনেছে বোমার আঘাত। সুযোগ পেলেই সে আবারও হানবে আঘাত এ দিনের ওপরে।

রাজা যায়, রাজা আসে। নুতন নুতন অব্দ যায় অব্দ আসে। বঙ্গাব্দ, মৌর্যাব্দ, হুনাব্দ, কনিস্কাব্দ, ত্রিপুরাব্দ, হর্ষাব্দ, হোসেনি অব্দ (সুলতান হুসেন শাহ), চৈতন্যাব্দ, বৈষ্ণাব্দ, দানেশমন্দ সন (এটার সাথে আমার রক্তের সম্বন্ধ আছে), কত কত অব্দ দেখল অঙ্গ-বঙ্গ-পুন্ড্র-সুহ্ম-সমতট-রাঢ়-গৌড়-হরিকেল-এর এই পবিত্র মাটি। রাজা শশাংকের বানানো তখনকার চলতি বঙ্গাব্দকেই আকবরের সভাসদেরা গ্রহন করেছিলেন নাকি বঙ্গাব্দ নামটা তাঁরাই দিয়েছিলেন কে জানে!

এ দিন কি শুধুই আমাদের? তাহলে দক্ষিন ভারতে এই একই দিনে কি উৎসব করে ওরা? সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই একই দিনে কি উৎসব করে ওরা? আর বাংলা থেকে সুদুর পাঞ্জাবে সে উৎসবের নাম ''নয়া সাল'' বা ''বিছাখী'' কেন? আর, ওদের মাসগুলোর নাম?

১। বিছাখ (আমাদের বৈশাখ)
২। জেঠ (আমাদের জৈষ্ঠ)

৩। আ'ঢ় (আমাদের আষাঢ়)
৪। শাওন (আমাদের শ্রাবন)
৫। ভাদো (আমাদের ভাদ্র)
৬। আশুন (আমাদের আশ্বিন)
৭। কাত্তাক (আমাদের কার্তিক)
৮। মা'আঘার (আমাদের অগ্রহায়ন?)
৯। পো'হ (আমাদের পৌষ)
১০। মাঘ (আমাদের মাঘ)
১১। ফাগুন (আমাদের ফাল্গুন)
১২। চেত (আমাদের চৈত্র)

এটা কি শুধুমাত্র নামেরই আশ্চর্য্য মিল, নাকি একই নববর্ষের উৎসব করি আমরা? সেক্ষেত্রে, ''বাংলা নববর্ষ'' কথাটা খাটে কি? আসলে খাজনা আদায়ের জন্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে একই বছর চালু করা হয়েছিল বোধহয়।

এ দিন ওদের জন্য শুধুই উৎসব কিন্তু আমাদের জন্য উৎসবের প্রতিরোধ আর প্রতিরোধের উৎসব দুই'ই। কারণ এ দিন আমাদের সাংস্কৃতিক মেরুদন্ড, একে খুন করার জন্য বিশাল বিষাক্ত মীরজাফরি কালনাগিনী ওৎ পেতে আছে। এ দিনকে আমাদের বুক দিয়ে আগলে রাখতে হয়, রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে হয়।

ওরা ভাগ্যবান, ওদের সে সমস্যা নেই।

ধন্যবাদ
১লা বৈশাখ, ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)